ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

مجموعة (أ) : ترجمة الايات مع التفسير

ক অংশ: তাফসীরসহ আয়াতসমূহের অনুবাদ

(৮টি প্রশ্ন হতে যে-কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- ৮×৫=৪০)

سورة الحج (সূরা আল হজ্জ)

প্রশ্ন: ১১ | আয়াত নং ১ - ৪:

يايها الناس اتقوا ربكم - ان زلزلة الساعة شيء عظيم - يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد - ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطن مريد - كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير -

প্রশ্ন: ১২ | আয়াত নং ৫:

يايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقنكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم - ونقر فى الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم - ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا - وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج -

প্রশ্ন: ১৩ | আয়াত নং ২৩ - ২৬:

ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصلحت جنت تجرى من تحتها الانهر يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا - ولباسهم فيها حرير - وهدوا الى الطيب من القول - وهدوا الى صراط الحميد - ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلنه للناس سواء العاكف فيه والباد - ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم - واذ بوأنا لابرهيم مكان البيت ان لاتشرك بى شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود -

প্রশ্ন: ১৪ | আয়াত নং ২৭ - ৩০:

واذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق - ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى ايام معلومت على ما رزقهم من بهيمة الانعام - فكلوا منها واطعموا البائس الفقير - ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق - ذلك - ومن يعظم حرمت الله فهو خير له عند ربه - واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور -

প্রশ্ন: ১৫ | আয়াত নং ৩৭ - ৩৮:

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم - كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هدكم - وبشر المحسنين - ان الله يدافع عن الذين امنوا - ان الله لا يحب كل خوان كفور -

প্রশ্ন: ১৬ | আয়াত নং ৩৯ - ৪১:

اذن للذين يقتلون بانهم ظلموا - وان الله على نصرهم لقدير - الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله - ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوت ومسجد يذكر فيها اسم الله كثيرا - ولينصرن الله من ينصره - ان الله لقوى عزيز - الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر - ولله عاقبة الامور -

প্রশ্ন: ১৭ | আয়াত নং ৬৩ - ৬৭:

الم تر ان الله انزل من السماء ماء - فتصبح الارض مخضرة - ان الله لطيف خبير - له ما فى السموت وما فى الارض - وان الله لهو الغنى الحميد - الم تر ان الله سخر لكم ما فى الارض والفلك تجرى فى البحر بامره - ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه - ان الله بالناس لرءوف رحيم - وهو الذى احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم - ان الانسان لكفور - لكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك فى الامر وادع الى ربك - انك لعلى هدى مستقيم -

প্রশ্ন: ১৮ | আয়াত নং ৭৩ - ৭৪:

يايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له - ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له - وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه - ضعف الطالب والمطلوب - ما قدروا الله حق قدره - ان الله لقوى عزيز -

প্রশ্ন: ১৯ | আয়াত নং ৭৭ - ৭৮:

يايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون - وجاهدوا فى الله حق جهاده - هو اجتبكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج - ملة ابيكم ابرهيم - هو سمكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس - فاقيموا الصلوة واتوا الزكوة واعتصموا بالله - هو مولكم - فنعم المولى ونعم النصير–

প্রশ্ন-১১ | আয়াত নং ১ - ৪
(يايها الناس اتقوا ربكم... থেকে ... الى عذاب السعير পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

সূরা আল হজ্জের প্রারম্ভিক এই আয়াতগুলোতে কেয়ামতের ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং সেই দিনের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যাতে গাফিলতি ত্যাগ করে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় এবং জ্ঞানহীন তর্ক-বিতর্ক পরিহার করে, সেই লক্ষে এখানে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। নিশ্চয়ই কেয়ামতের ভূমিকম্প এক মারাত্মক ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদানকারী মা তার দুগ্ধপায়ী সন্তানকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। তুমি মানুষকে মাতাল সদৃশ দেখবে, অথচ তারা মাতাল নয়; বস্তুত আল্লাহর আজাব বড়ই কঠিন। আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। তার (শয়তানের) ভাগ্যে লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যে কেউ তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে।

৩. তাফসীর (তাফসীরে ইবনে কাসিরের আলোকে):

- **কেয়ামতের প্রকম্পন:** আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরেছেন। 'জালজালাতুস সায়াহ' বা কেয়ামতের ভূমিকম্প এতটাই তীব্র হবে যে, মায়ের মতো মমতাময়ী সত্তাও তার শিশুসন্তানের কথা ভুলে যাবে। ভয়ে মানুষের হুঁশ থাকবে না, মনে হবে তারা নেশাগ্রস্ত, কিন্তু আসলে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তারা দিশেহারা থাকবে।

- **অজ্ঞতা ও শয়তানের অনুসরণ:** একদল মানুষ কোনো ইলম বা দলিল ছাড়াই আল্লাহর তাওহীদ ও পুনরুত্থান নিয়ে বিতর্ক করে। নাযিলকৃত সত্যের অনুসরণ না করে তারা শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়। আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন, শয়তানের অনুসারীদের শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

৪. সারসংক্ষেপ:

কেয়ামত সুনিশ্চিত এবং অত্যন্ত ভয়াবহ। সেই দিনের আজাব থেকে বাঁচতে হলে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে এবং শয়তানের ধোঁকা ও অজ্ঞতাপ্রসূত তর্ক পরিহার করতে হবে।

প্রশ্ন-১২ | আয়াত নং ৫
(يايها الناس ان كنتم ...থেকে ...من كل زوج بهيج পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বা আখেরাত নিয়ে সন্দেহে ছিল, তাদের জন্য এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং মৃত পৃথিবীকে জীবিত করার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাধ্যমে অকাট্য দলিল পেশ করা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহে থাকো, তবে (ভেবে দেখো) আমি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রকীট থেকে, অতঃপর জমাট রক্ত থেকে, অতঃপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিণ্ড থেকে— যাতে আমি তোমাদের কাছে (আমার ক্ষমতা) ব্যক্ত করি। আর আমি যা ইচ্ছা করি তা নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিতি রাখি, অতঃপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ করো। তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে এবং কাউকে হীনতম বয়সে (বার্ধক্যে) প্রত্যাবর্তিত করা হয়, ফলে সে জানার পরেও যেন কিছুই জানে না। আর তুমি ভূমিকে দেখবে শুষ্ক ও মৃত, অতঃপর যখন আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা সজীব ও স্ফীত হয় এবং সব ধরনের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।

৩. তাফসীর:

- **মানুষের সৃষ্টিচক্র:** আল্লাহ তায়ালা মানুষের সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর (মাটি > বীর্য > আলাকা > মুদগা) বর্ণনা করে প্রমাণ করেছেন যে, যিনি প্রথমবার এই জটিল প্রক্রিয়ায় মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁর পক্ষে পুনরায় সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়।

- **মৃত ভূমির দৃষ্টান্ত:** শুকিয়ে যাওয়া মরা জমিনে বৃষ্টির পানি পড়লে যেমন তা সজীব হয়ে শস্য শ্যামল হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি কেয়ামতের দিন আল্লাহ মৃত মানুষকে জীবিত করে তুলবেন। এটি আল্লাহর কুদরতের 'মুশাহাদা' বা চাক্ষুস প্রমাণ।

৪. সারসংক্ষেপ:

মানুষের জন্মপ্রক্রিয়া এবং প্রকৃতির পুনর্জাগরণ প্রমাণ করে যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং পুনরুত্থান বা হাশর সত্য ও নিশ্চিত।

প্রশ্ন-১৩ | আয়াত নং ২৩ - ২৬
(ان الله يدخل الذين ... থেকে ... والركع السجود পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

এই আয়াতগুলোতে মুমিনদের জন্য জান্নাতের নেয়ামত এবং কাফেরদের শাস্তি ও মসজিদে হারামে বাধা দেওয়ার পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে বাইতুল্লাহর স্থান নির্ধারণ করে দেওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও উল্লেখ করা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে; যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের ও মুক্তার কঙ্কন দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। তাদেরকে পবিত্র বাক্যের (কালিমা) পথ দেখানো হয়েছিল এবং তাদেরকে প্রশংসিত আল্লাহর পথ প্রদর্শন করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই যারা কুফরি করে এবং আল্লাহর পথ ও মসজিদে হারাম থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে—যাকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান করেছি—(তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি)। আর যে ব্যক্তি সেখানে অন্যায়ভাবে ধর্মদ্রোহী কাজের ইচ্ছা করবে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। আর স্মরণ করুন, যখন আমি ইব্রাহিমকে বাইতুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়েছিলাম (এবং বলেছিলাম) যে, "আমার সাথে কাউকে শরিক করো না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, দণ্ডায়মান ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো।"

৩. তাফসীর:

- **জান্নাতের সুখ:** মুমিনদের জন্য আল্লাহ এমন জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন যেখানে তারা রাজকীয় পোশাক ও অলঙ্কারে ভূষিত হবে। তাদের কথা ও কাজ হবে পবিত্র।

- **মসজিদে হারামের মর্যাদা:** মক্কার কাফেররা মুসলমানদের হজ্জে বাধা দিচ্ছিল। আল্লাহ বলেন, এই ঘর সকল মানুষের জন্য সমান। স্থানীয় বা বহিরাগত কারো এখানে বিশেষ অধিকার নেই। হারামের সীমানায় পাপ কাজ বা জুলুম করার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ।

- **ইব্রাহিম (আ.) ও কাবা:** আল্লাহ ইব্রাহিম (আ.)-কে কাবার ভিত্তি জানিয়ে দেন এবং আদেশ দেন শিরকমুক্ত ইবাদতের জন্য এই ঘরকে পবিত্র রাখতে।

৪. সারসংক্ষেপ:

ঈমান ও নেক আমলের পুরস্কার জান্নাত। মসজিদে হারামের সম্মান রক্ষা করা ওয়াজিব এবং সেখানে পাপ কাজ করা বা মানুষকে বাধা দেওয়া কবিরা গুনাহ।

প্রশ্ন-১৪ | আয়াত নং ২৭ - ৩০
(واذن فى الناس بالحج... থেকে ...واجتنبوا قول الزور পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

আলোচ্য আয়াতগুলোতে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে বিশ্ববাসীর জন্য হজ্জের ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ এবং হজ্জের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আহকাম ও মানাসিক বর্ণনা করা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

আর মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করে দাও; তারা তোমার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে এবং সব ধরনের কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে, যারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যা রিজিক দিয়েছেন, তার

ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং দুস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। এরপর তারা যেন তাদের ময়লা-আবর্জনা দূর করে (ইহরাম শেষ করে), তাদের মানতসমূহ পূরণ করে এবং এই প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে। এটাই বিধান। আর কেউ আল্লাহর সম্মানিত বিধানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে, তার রবের নিকট তা তার জন্য উত্তম। আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করা হয়েছে তা ছাড়া। সুতরাং তোমরা মূর্তির অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো এবং মিথ্যা কথা পরিহার করো।

৩. তাফসীর:

- **হজ্জের ডাক:** ইব্রাহিম (আ.)-এর সেই ডাক আল্লাহ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাই কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ পায়ে হেঁটে বা যানবাহনে চড়ে দূর-দূরান্ত থেকে কাবার পানে ছুটে আসবে।
- **হজ্জের উপকারিতা:** হজ্জে ইহলৌকিক (ব্যবসা, পরিচিতি) ও পারলৌকিক (ক্ষমা, রহমত) উভয় প্রকার কল্যাণ নিহিত রয়েছে।
- **কোরবানি ও তাওয়াফ:** নির্দিষ্ট দিনে পশু জবেহ করা এবং বাইতুল্লাহর তাওয়াফ হজ্জের অন্যতম কাজ। মিথ্যা ও মূর্তিপূজা বর্জন করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ এখানে দেওয়া হয়েছে।

৪. সারসংক্ষেপ:

হজ্জ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ যা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সময় থেকে চলে আসছে। তাওহীদের ঘোষণা, কোরবানি এবং কাবার তাওয়াফ হজ্জের মূল শিক্ষা।

প্রশ্ন-১৫ | আয়াত নং ৩৭ - ৩৮
(لن ينال الله لحومها ... থেকে ... كل خوان كفور পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

জাহেলি যুগে মানুষ মনে করত কোরবানির রক্ত বা মাংস দেবতার কাছে পৌঁছায়। এই কুসংস্কার দূর করে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতগুলোতে কোরবানির মূল উদ্দেশ্য 'তাকওয়া' বা খোদাভীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

২. অনুবাদ:

আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না সেগুলোর গোশত এবং রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো, এজন্য যে তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। আর আপনি সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দিন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদেরকে রক্ষা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

৩. তাফসীর:

- **কোরবানির হাকিকত:** আল্লাহর রক্ত বা মাংসের প্রয়োজন নেই। তিনি দেখেন বান্দার নিয়ত ও ইখলাস। কোরবানি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হতে হবে, লৌকিকতার জন্য নয়।
- **আল্লাহর সাহায্য:** যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহ তাদের শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও অনিষ্ট থেকে হেফাজত করেন। খেয়ানতকারী ও কাফেরদের আল্লাহ পছন্দ করেন না।

৪. সারসংক্ষেপ:

কোরবানির প্রাণ হলো ইখলাস ও তাকওয়া। বাহ্যিক আড়ম্বর নয়, অন্তরের ভক্তিই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক ও রক্ষাকারী।

প্রশ্ন-১৬ | আয়াত নং ৩৯ - ৪১
(اذن للذين يقتلون ... থেকে ... ولله عاقبة الامور পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

মক্কায় মুসলমানরা দীর্ঘকাল নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরতের পর এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ বা জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। এখানে জিহাদের উদ্দেশ্য এবং বিজয়ী হলে মুমিনদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তারা মজলুম। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা বলে 'আমাদের রব আল্লাহ'। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ—যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই হাতে।

৩. তাফসীর:

- **জিহাদের অনুমতি:** অন্যায়ের প্রতিকার এবং আত্মরক্ষার জন্য ইসলামে জিহাদ বা যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটি সন্ত্রাস নয়, বরং মজলুমের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম।
- **ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা:** আল্লাহ জিহাদের মাধ্যমে জালেমদের দমন না করলে পৃথিবীতে কোনো ধর্মের উপাসনালয়ই নিরাপদ থাকত না।
- **ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব:** মুসলমানরা রাষ্ট্রক্ষমতা পেলে ভোগবিলাসে মত্ত হবে না, বরং তারা চারটি কাজ করবে: ১. সালাত কায়েম, ২. যাকাত প্রদান, ৩. সৎকাজের আদেশ ও ৪. অসৎকাজের নিষেধ।

৪. সারসংক্ষেপ:

ইসলামে জিহাদ হলো সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। আল্লাহ মুমিনদের সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন, যদি তারা ক্ষমতা পেয়ে আল্লাহর হুকুম মেনে চলে।

প্রশ্ন-১৭ | আয়াত নং ৬৩ - ৬৭

(الم تر ان الله انزل... থেকে ...انك لعلى هدى مستقيم পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

আল্লাহর কুদরত, সৃষ্টিজগতের ওপর তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্য নির্ধারিত ইবাদত পদ্ধতির যৌক্তিকতা নিয়ে এই আয়াতগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে পৃথিবী সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। তুমি কি দেখ না, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা এবং নৌযানসমূহকে যা তাঁরই নির্দেশে সমুদ্রে চলাচল করে? তিনি আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পৃথিবীর ওপর পড়ে না যায় তাঁর অনুমতি ছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম স্নেহশীল, অতি দয়ালু। তিনিই তোমাদের জীবিত করেছেন, আবার তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর পুনরায় জীবিত করবেন। নিশ্চয়ই মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ। আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের নিয়ম-কানুন (মানাসিক) নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে। সুতরাং তারা যেন এ বিষয়ে তোমার সাথে বিতর্ক না করে। আর তুমি তোমার রবের দিকে দাওয়াত দাও; নিশ্চয়ই তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছো।

৩. তাফসীর:

- **প্রকৃতিতে আল্লাহর নিদর্শন:** বৃষ্টি, শস্যক্ষেত, এবং সমুদ্রে ভাসমান বিশাল জাহাজ—এ সবই আল্লাহর দয়া ও ক্ষমতার প্রমাণ। মহাকাশীয় বস্তুগুলো যে পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়ছে না, তাও আল্লাহরই রহমত।
- **শরিয়তের ভিন্নতা:** বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নবীর উম্মতের জন্য ইবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ছিল (যেমন ইহুদি-খ্রিস্টানদের পদ্ধতি)। কিন্তু মূল লক্ষ্য (আল্লাহর দাসত্ব) এক। তাই পূর্ববর্তী শরিয়ত নিয়ে বর্তমান কাফেরদের বিতর্ক করা অযৌক্তিক, কারণ এখন মুহাম্মদী শরিয়ত চূড়ান্ত।

৪. সারসংক্ষেপ:

সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। মানুষের উচিত অকৃতজ্ঞতা পরিহার করে শেষ নবীর প্রদর্শিত পথে আল্লাহর ইবাদত করা।

প্রশ্ন-১৮ | আয়াত নং ৭৩ - ৭৪
(يايها الناس ضرب مثل ... থেকে ... ان الله لقوى عزيز পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

মক্কার মুশরিকরা যেসব দেবদেবীর পূজা করত, তাদের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা তুলে ধরার জন্য আল্লাহ তায়ালা এখানে মাছির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এটি শিরকের অসারতা প্রমাণের এক চূড়ান্ত দলিল।

২. অনুবাদ:

হে লোকসকল! একটি উপমা পেশ করা হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোনো: তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো, তারা তো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা এজন্য সবাই একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধারও করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী (পূজারী) এবং যার প্রার্থনা করা হয় (দেবতা)—উভয়ই কত দুর্বল! তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

৩. তাফসীর:

- **মাছির চ্যালেঞ্জ:** মূর্তি বা দেবতারা এতই অক্ষম যে, সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, তুচ্ছ একটি মাছিও তারা বানাতে পারে না। এমনকি মূর্তির গায়ে লাগানো প্রসাদ বা সুগন্ধি যদি মাছি খেয়ে বা নিয়ে চলে যায়, তবে তা ফিরিয়ে আনার ক্ষমতাও তাদের নেই।
- **আল্লাহর কদর:** মুশরিকরা এই অক্ষম দেবতাদের আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে মহান রবের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে। অথচ সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ।

৪. সারসংক্ষেপ:

যাদের নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা নেই, তারা ইবাদতের যোগ্য হতে পারে না। শিরক হলো চরম বোকামি এবং আল্লাহর শানের খেলাফ।

প্রশ্ন-১৯ | আয়াত নং ৭৭ - ৭৮
(يايها الذين امنوا اركعوا ... থেকে ... فنعم المولى ونعم النصير পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

সূরা আল হজ্জের সমাপ্তিতে মুমিনদেরকে পূর্ণাঙ্গ ইবাদত, জিহাদ এবং মিল্লাতে ইব্রাহিমির অনুসরণের উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। মুসলমানদের পরিচয় এবং দায়িত্ব সম্পর্কে এটি একটি নির্দেশনামূলক আয়াত।

২. অনুবাদ:

হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের রবের ইবাদত করো এবং সৎকাজ করো; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের মিল্লাত (াদর্শ)। তিনিই (আল্লাহ) আগে তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও; যাতে রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও মানবজাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক; কতই না উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

৩. তাফসীর:

- **সফলতার চাবিকাঠি:** রুকু, সিজদা (সালাত) এবং জনসেবামূলক সৎকাজের মাধ্যমেই ইহকাল ও পরকালের কামিয়াবি অর্জিত হয়।
- **হক জিহাদ:** আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল ও জবান দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই হলো 'হক জিহাদ'।
- **মুসলিম জাতির পরিচয়:** হযরত ইব্রাহিম (আ.) আমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন। এই উম্মতের দায়িত্ব হলো বিশ্ববাসীর কাছে সত্যের সাক্ষ্য

দেওয়া, যেমন নবীজি (সা.) আমাদের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলই বিজয়ের মূলমন্ত্র।

৪. সারসংক্ষেপ:

সালাত, যাকাত ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই মুমিনের লক্ষ্য। আমরা ইব্রাহিমী আদর্শের অনুসারী মুসলিম জাতি এবং আল্লাহই আমাদের একমাত্র মুরুব্বি ও সাহায্যকারী।